بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' উদযাপন উপলক্ষে আমি এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঐতিহ্যবাহী আধা-সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অপরিসীম ত্যাগ ও অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন দেশ ও জাতি তা অবশ্যই চিরদিন গর্বের সাথে স্মরণ করবে। এ যুদ্ধে অনন্য দেশপ্রেম ও সর্বোচ্চ সাহসিকতার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত সাত জনের মধ্যে এ বাহিনীর সদস্যই দু'জন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ বাহিনীর যেসব সদস্য শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

সীমান্ত রক্ষার কঠিন দায়িত্বসহ চোরাচালান রোধ এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাইফেল্‌স সপ্তাহ উদযাপন এ বাহিনীর সদস্যদের দেশাত্মবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে আরো শানিত করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহ্‌ম্মেদ

প্রতিমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ জন্মলগ্ন থেকেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিরল ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতির ঐতিহাসিক সংকটময় মুহূর্ত মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের বীরোচিত ত্যাগ ও আত্মদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ও সংকট মোকাবেলায় এ বাহিনীর সদস্যরা সবসময় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। সম্প্রতি এ বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁদের দক্ষতার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

রাইফেল্‌স সপ্তাহ উদযাপন প্রতিবছরের মতোই এ বাহিনীর সদস্যদের নতুন উদ্দীপনা ও কর্তব্যপরায়ণতায় উজ্জীবিত করবে বলে আমি আশা করি। আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর)

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স

বাণী

'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' উদযাপনের মহতী ক্ষণে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত এক সুশৃঙ্খল আধা-সামরিক বাহিনী। ২১১ বছর আগের জন্মলগ্ন থেকেই এর প্রতিটি সদস্য অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দক্ষতার সাথে 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করে আসছে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের চরম আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ এ যুদ্ধে সর্বোচ্চ সাহসিকতার বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত হন। এছাড়া এ বাহিনীর আরো ০৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম ও ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করেন। এ মহান যুদ্ধে ৮১৭ জন শহীদসহ মাতৃভূমির সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এ বাহিনীর যেসব সদস্য বিভিন্ন সময় শাহাদত বরণ করেছেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। তাদের এ ত্যাগ আমাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর কর্মকাণ্ড ও কর্মকুশলতা বহুমাত্রিক। সীমান্ত ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং চোরাচালান ও মানব পাচারসহ সীমান্ত অপরাধসমূহ প্রতিরোধ করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা পুলিশের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে নিয়মিতভাবেই। দুর্যোগ-সংকটে আর্তমানবতার সেবায়ও তাদের ভূমিকা অত্যন্ত সফল ও প্রশংসনীয়। সম্প্রতি জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে আইভরি কোস্টে ৩০ জন বিডিআর সদস্য নিয়োজিত হয়েছে। রাইফেল্‌স সপ্তাহ উদ্‌যাপন এ বাহিনীর সদস্যদের নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্তব্যপরায়ণতায় উজ্জীবিত করে এসব দায়িত্ব আরো অধিক আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে পালনে সচেষ্ট করে তোলে।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর প্রতিটি সদস্যের সুস্থ-সুন্দর জীবন এবং 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ জাহাংগীর আলম চৌধুরী)
মেজর জেনারেল

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বিগত বছরের কার্যক্রম

ভূমিকা

১। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি আধাসামরিক বাহিনী। বাংলাদেশের ৪,৪২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছে এ বাহিনীর সদস্যরা। সেই সাথে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কঠোর হস্তে করছে চোরাচালান দমন। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সময়োপযোগী ও সুস্পষ্ট অবদান রেখে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। সম্প্রতি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও এ বাহিনী কাজ করতে শুরু করেছে।

২। ১৭৯৫ সালে 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' নামে এ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংগঠন, নাম ও পোশাক-পরিচ্ছদে একাধিকবার এ বাহিনীর পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৮৭৯ সালে 'স্পেশাল রিজার্ভ কোম্পানি' নামে এ বাহিনী প্রথম পিলখানায় ঘাঁটি স্থাপন করে।

৩। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এ বাহিনীর বীরত্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। রক্তস্নাত স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন সৈনিক শহীদ হন এবং অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম এবং ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

৪। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। ১৯৯৭ সালে সনাতন খাকী পোশাক পরিবর্তন করে তিন রঙের ছাপা পোশাকে সজ্জিত করা হয় এ বাহিনীকে।

প্রায়োগিক কার্যক্রম

৫। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর জন্য বিগত বছর ছিল ঘটনাবহুল। এ সময় বিডিআর - এর বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

ক। চোরাচালান দমন ঃ চোরাচালানকারীদের নিত্যনতুন কৌশল গ্রহণ সত্ত্বেও বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যরা গত বছর কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চোরাচালান দমন তৎপরতা জোরদার করে ২২৯,০৫,৯৩,০১৫/- (দুইশ' উনত্রিশ কোটি পাঁচ লাখ তিরানব্বই হাজার পনেরো) টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান সামগ্রী এবং ১,৩৪৩ জন চোরাকারবারীকে আটক করে। এ বিষয়ে ৩৯,৯১১ টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া এসময় বিডিআর টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে ৬৪৫টি অভিযানে ২১,৮০,০১,৪৯৬/-টাকা মূল্যের মালামাল আটক করে এবং করিডোরের মাধ্যমে আনা ১১,৩৬,৬৮৫টি গবাদি পশু হতে ৫৬,৮৪,৩১,২০০/- টাকা রাজস্ব আদায় করে।

খ। পুশ ইন কার্যক্রম প্রতিহত। ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'পুশ ইন' একটি স্থায়ী সমস্যা। ২০০৫ সালে বিডিআর সাহসিকতার সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় মোট ৪৫৮ জন বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিককে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশে পুশ ইন এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

গ। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র দেশের আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতির একটি প্রধান কারণ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যরা পার্বত্য/সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ১৯২টি বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র, ৪৪,৯৭৯ রাউন্ড গোলাবারুদ, ০৪টি মাইন, ৩২টি মাইন ফিউজ, ৪০টি ডেটোনেটর, ০৬টি হ্যান্ড গ্রেনেড, আরএল বোমা ৯টি, ২" মর্টার বোমা ০৭টি, ৩" মর্টার বোমা ৬০টি, উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক ২৩টি, খোলা বিস্ফোরক ১১ কেজি ১৬০ গ্রাম, ১৬টি বোমা ও ১৯টি ইলেকট্রিক ফিউজ উদ্ধার এবং এ সকল ঘটনার সাথে জড়িত ৩৩ জন (বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নাগরিক) আসামীকে আটক করতে সক্ষম হয়।

ঘ। নারী ও শিশু পাচার ঃ ২০০৫ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যরা পার্শ্ববর্তী দেশে পাচারকালে সীমান্ত এলাকা থেকে মোট ২০ জন নারী ও ১১ জন শিশুকে উদ্ধারের পাশাপাশি ১১ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করে।

ঙ। মাদকদ্রব্য আটক ঃ মাদকদ্রব্যের সর্বনাশা ছোবল থেকে যুব সমাজ তথা জাতিকে রক্ষার জন্য মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সদস্যরা সীমান্তে সদা তৎপর রয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যরা ৯,১৩,০৯,১৪৯/- (নয় কোটি তেরো লাখ নয় হাজার একশ' উনপঞ্চাশ) টাকা মূল্যের বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যাদি হচ্ছে ২,৫৮,৩৭৬ বোতল ফেনসিডিল, ২৭,১৪৯ দশমিক ৭৮০ লিটার মদ, ১১,১০০ দশমিক ২৪৯ কেজি গাঁজা, ৪৫ কেজি ৮১১ গ্রাম হেরোইন, ৫,১০২ বোতল বিয়ার, ১,৪৫৬ দশমিক ১০০ লিটার চোলাই মদ এবং ৩,১৮৯ দশমিক ৪৮০ লিটার জাওয়া মদ।

৬। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যে সৈনিক মোতায়েন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যে ২০০৫ সালে বিডিআর মোতায়েনের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

ক। অভ্যন্তরীণ শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষা। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে হরতাল এবং ধর্মঘট উপলক্ষে ৭৪২ প্লাটুন, অবৈধ স্থাপনা ভাঙা/অপসারণের জন্য পুলিশকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন সময়ে ১৮ প্লাটুন, স্থানীয় প্রশাসনের জরুরি প্রয়োজনে ১১২ প্লাটুন, সর্বমোট ৮৫৪ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন করা হয়। এছাড়া ২৭ আগষ্ট ২০০৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা, গুদনাইল এবং সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় ০৩ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন রয়েছে।

খ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারকার্য চলাকালে নিরাপত্তা কর্তব্যে বিভিন্ন দিনে ১৫ প্লাটুন এবং কারাগারের অভ্যন্তরে তল্লাশী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাড়ে তিন প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ২৭ আগষ্ট ২০০৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রবেশদ্বারে তল্লাশীর জন্য ০৮ জন (দশমিক ৪ প্লাটুন) এবং দ্বিতীয় গেটে ০৬ জন (দশমিক ৩ প্লাটুন) বিডিআর মোতায়েন রয়েছে।

গ। পুলিশের সাথে বিশেষ অভিযান (ব্লক রেইড)। ১৪ এপ্রিল ২০০৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি ঢাকা মহানগরীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কল্পে ব্লক রেইড পরিচালনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সহায়তা প্রদানের জন্য ০৮ প্লাটুন বিডিআর প্রতিদিন মোতায়েন করা হচ্ছে।

ঘ। পুলিশের সাথে বিশেষ অভিযান (মোবাইল কোর্ট)। ঢাকা মহানগরীতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পুলিশের সাথে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কাজে ১৬ জুন হতে ০৬ অক্টোবর ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০১ প্লাটুন এবং ০১ আগষ্ট হতে ০৬ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত প্রতিদিন আরো ০১ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

ঙ। ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ। ঢাকা মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সহায়তার জন্য ১১ হতে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ০২ প্লাটুন এবং ১৬ হতে ২১ জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত ০৯ দশমিক ৬ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়। এছাড়া ১৬ হতে ২১ জানুয়ারি ২০০৫ অর্ধ প্লাটুন বিডিআর ঢাকা জেলার সাভার এবং আরো অর্ধ প্লাটুন বিডিআর ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১৬ হতে ২১ জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ ও অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে প্রতিদিন ০৬ প্লাটুন এবং ১৬ হতে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে প্রতিদিন ০২ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

চ। রমজান উপলক্ষ। ঢাকা মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ০৪ অক্টোবর থেকে ০৩ নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত সাড়ে ১০ প্লাটুন এবং ২৭ অক্টোবর থেকে ০৩ নভেম্বর পর্যন্ত কমলাপুর রেল স্টেশন ও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে প্রতিদিন আরো দেড় প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়। ২৭ অক্টোবর থেকে ০৪ নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রতিদিন ০৫ প্লাটুন এবং ২৬ অক্টোবর থেকে ০৩ নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে প্রতিদিন ০১ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়। ০৬ অক্টোবর হতে ০৫ নভেম্বর ২০০৫ ভ্রাম্যমাণ ও অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে ১২ দশমিক ৩ প্লাটুন এবং রেল স্টেশন ও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে সাড়ে ০৪ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

ছ। দুর্গা পূজা উপলক্ষ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ০৯ হতে ১৪ অক্টোবর ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ৪৪ প্লাটুন বিডিআর ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন মন্দিরে মোতায়েন করা হয়।

জ। শব ই বরাত উপলক্ষ। পবিত্র শব ই বরাত উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৮ হতে ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ৪৩ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

ঝ। বোমা বিস্ফোরণের কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। ১৭ আগষ্ট ২০০৫ তারিখ বোমা বিস্ফোরণের কারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮ হতে ২২ আগষ্ট ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৫ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন করা হয়।

ঞ। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখ মোট ২১ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

ট। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখ হতে এক মাস মেলা চলা পর্যন্ত প্রতিদিন ০২ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

ঠ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ পুলিশি অভিযান। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিরাজমান সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে পুলিশকে সহায়তার লক্ষ্যে ২১ জুলাই ২০০৪ হতে ৩০ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৮ প্লাটুন এবং ০১ মে ২০০৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি প্রতিদিন ০৭ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন রয়েছে।

ড। বিভিন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। ২০০৫ সালে বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে (জাতীয় সংসদ উপ-নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন) সর্বমোট ১৩১ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন করা হয়।

ঢ। টর্নেডো এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর এবং সুন্দরগঞ্জ উপজেলার টর্নেডো এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ২১ মার্চ হতে ০৫ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০১ প্লাটুন এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার টর্নেডো এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ২২ হতে ৩০ মার্চ ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০১ প্লাটুন বিডিআর মোতয়েন করা হয়।

৭। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিডিআর। বিডিআর সদস্যরা সম্প্রতি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করছে। ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর ৩০ জন বিডিআর সদস্য জাতিসংঘ পুলিশ ইউনিটে (Formed Poilice Unit) কাজ করার জন্য পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের সাথে যৌথভাবে আইভরি কোস্টে শান্তিরক্ষা মিশনে গেছে। (এ বিষয়ে পৃথক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

জনবল ও প্রায়োগিক ক্ষমতা বৃদ্ধি :

৮। জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি এবং টেলিযোগাযোগ ও সিগন্যাল ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ফলে সম্প্রতি এ বাহিনীর কমান্ড ও কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এসেছে। অতি সম্প্রতি দশটি সেক্টর সদরে দশটি আর্মড পারসোন্যাল ক্যারিয়ার (এপিসি) প্লাটুন এবং প্রতিটি রাইফেল ব্যাটালিয়নে একটি করে এন্টি-ট্যাংক প্লাটুন সংযোজন অনুমোদিত হয়েছে। বিগত চার বছরে চারটি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টির পাশাপাশি এ বছর আরো একটি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া সমগ্র সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্ধন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯। রাইফেল্‌স সৈনিকরা দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সেনাবাহিনীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি সারা বছরই কোনো না কোনো বিভাগীয় প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকে। বিডিআর সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবান জেলার নিকটে রয়েছে রাইফেল্‌স ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল। এখানে রিক্রুট প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গ্রেডিং ও পদোন্নতিসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৫ সালে বিভিন্ন পদবির ৭৬৫২ জন পদোন্নতি কোর্সে, ৫২১৩ জন গ্রেডিং কোর্সে এবং ৮২ জন প্রশিক্ষণার্থী সেনাকোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া এসময় ৩টি রিক্রুট ব্যাচে মোট ২৪৩৭ জন রিক্রুটকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০। মহাপরিচালক এবং উপ-মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

ক। বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন। ১২ থেকে ১৭ এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ঢাকায় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ০১ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ জাহাংগীর আলম চৌধুরী, এনডিসি, পিএসসি। এসব সম্মেলনে যৌথ জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার ৩৫ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানায় সীমান্ত পিলার স্থাপন, বাংলাদেশী ট্রাকের ভারতীয় স্থল বন্দরসমূহে প্রবেশাধিকার, ভারতীয় বিমান কর্তৃক বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন, বিএসএফ ও ভারতীয় প্রচার মাধ্যম কর্তৃক অসত্য তথ্য প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় এবং সব ধরনের সীমান্ত অপরাধ হ্রাসের ব্যাপারে পরস্পরকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানে উভয় পক্ষ একমত হয়।

খ। বিডিআর-বিএসএফ উপ-মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন। ০১ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ রংপুরে, ১৪ থেকে ১৭ মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ভারতের আগরতলায় এবং ০৬-০৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ভারতের শিলিগুড়িতে বিডিআর এর উপ-মহাপরিচালক এবং বিএসএফ এর আইজি পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএম গোলাম রব্বানী, এনডিসি, পিএসসি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

চিকিৎসা সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ

১১। রাইফেল্‌স সদস্য ও পরিবারবর্গের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার বিডিআর হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ ও ২০০ শয্যা হতে ৩০০ শয্যায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা যন্ত্রপাতি যেমন-এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল এক্স-রে, ভিডিও এন্ডোসকোপ, ইকো কার্ডিওলজি উইথ কালার ডপলার, হেমোডায়ালাইসিস মেশিন ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ অপারেশন থিয়েটার এবং ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের বাইতুল ইজ্জতে রাইফেল্‌স ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

১২। সরকারের সার্বিক শিক্ষা বিস্তার কর্মকাণ্ড জোরদার করা এবং বিডিআর সন্তানদের জন্য মানসম্মত লেখাপড়া নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে এ সংস্থা এর সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন সেক্টর ও ব্যাটালিয়নে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে বিডিআর এর তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৫টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান সরকারের বিশেষ আন্তরিকতার ফলে বিগত চার বছরেই বিডিআর পরিচালিত ০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মোট ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিডিআর সন্তানদের পাশাপাশি বেসামরিক ব্যক্তিদের সন্তানরাও লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নত এবং তা পর্যায়ক্রমে উন্নততর হচ্ছে। বিশেষ করে রাইফেল্‌স সদর ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেল্‌স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেল্‌স কলেজ ইতোমধ্যেই দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

রাইফেল্‌স পতাকা প্রদান

১৩। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখ ৮ রাইফেল ব্যাটালিয়নকে বিডিআর কালার (পতাকা) প্রদান করা হয়েছে। কালার প্রাপ্তি কোনো ইউনিটের জন্য এক বড় ধরনের সম্মান ও গৌরবের বিষয়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ৮ রাইফেল ব্যাটালিয়নের দক্ষতা ও পারদর্শিতার প্রতি আস্থা ও স্বীকৃতি স্বরূপ এ বিরল সম্মান প্রদান করা হয়।

১৪। খেলাধুলা

ক। জাতীয় পর্যায়ে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স ২৯তম জাতীয় সাইক্লিং -এ ৭টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য ও ২টি তাম্র পদক এবং ২৫তম জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় ৫টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করে। ২২তম পেপসি জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২৬তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় ৭টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৩টি তাম্র পদক এবং ২৩তম জাতীয় সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণ ও ৪টি রৌপ্য পদক অর্জন করে। এছাড়া ৩০তম জাতীয় এথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৬টি তাম্র পদক অর্জন করে।

খ। লীগ পর্যায়ে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কিউট প্রিমিয়ার ডিভিশন হ্যান্ডবল লীগে চ্যাম্পিয়ন, ওরিয়েন্ট ব্রেড ফেডারেশন কাপ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন, ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং সার্ভিসেস কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৪টি রৌপ্য পদক অর্জন করে। এছাড়া মহান বিজয় দিবস কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, মহান বিজয় দিবস জুডো প্রতিযোগিতায় ৮টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ৩টি তাম্র পদক এবং মহান বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩টি স্বর্ণ পদক অর্জন করে।

১৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

বিগত চার বছরে টেলিযোগাযোগ ও সিগন্যাল ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে বিডিআর এর সকল সেক্টর/ব্যাটালিয়নকে অত্যাধুনিক অপটিক ফাইবার ব্যাক বোনের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভের পর কারিগরি মূল্যায়ন শেষে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইন্ট্রানেট ও ইন্টারনেট স্থাপন, ইউএইচএফ/মাইক্রোওয়েভ এর মাধ্যমে ভয়েস ও ডাটা (২+২) সংযোগ এবং ইউএইচএফ/রিপীটারের মাধ্যমে টেলিফোনে ইন্টারকানেক্ট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।

উপসংহার

১৬। দেশপ্রেম ও কর্তব্য নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য শুধু সীমান্তের সুনিশ্চিত রক্ষকই নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাষ্ট্রীয় সংকটে বিপন্ন মানুষের সেবা, সর্বোপরি দেশের যেকোনো প্রয়োজনে নিজের জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে এসেছে অকুণ্ঠ চিত্তে, দৃঢ় ও দীপ্ত মনোভাব নিয়ে। আমাদের গৌরব বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ, যাঁরা অম্লান করে গেছেন এ বাহিনীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমরা এ বাহিনীর শাহাদত বরণকারী সকল বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। অতীতের সাফল্যকে পাথেয় করে সোনালি ভবিষ্যতের জন্যই হবে আমাদের পথচলা। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল সদস্য অনাগত ভবিষ্যতেও তাদের উপর অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালনে থাকবে সদা সচেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বীরত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। চোরাচালানসহ সীমান্তে অপরাধদমন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু'জন সদস্য বীরশ্রেষ্ঠ পদক লাভ করেছেন। তাদের আত্মত্যাগ ও অবদান জাতি চিরদিন গর্বের সাথে স্মরণ করবে এবং এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের কাছে তা চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এ বাহিনীর সদস্যরা বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের ইমেজ উজ্জ্বল করছে।

আমি আশা করি, রাইফেল্‌স সপ্তাহ উদযাপন এ বাহিনীর সদস্যদের আরও অধিক দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে নতুন প্রেরণা যোগাবে।

আমি রাইফেল্‌স সপ্তাহ - ২০০৬-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর ইতিহাস আত্মপ্রত্যয় ও গৌরবের ইতিহাস। জন্মলগ্ন থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালানসহ সীমান্ত অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, বিভিন্ন দুর্যোগ-সংকট মোকাবেলা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর রয়েছে বিরাট সাফল্য। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধেও এ বাহিনীর অবদান চিরস্মরণীয়।

এ বাহিনী 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে তাদের অর্জিত সফলতা ও সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে আরও ঐকান্তিক ও প্রত্যয়ী হবে বলে আমি আশা করি। 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০৬' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করি।

(সফর রাজ হোসেন)

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীরা সীমান্ত পেরিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স (বিডিআর) এর ক্রমবিকাশ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আরেকটি স্মরণীয় দিন হিসেবে যোগ হয়েছে ২০০৫ সালের ০৮ অক্টোবর তারিখটি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অন্যতম কারিগর বাংলাদেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী এ বাহিনীর সদস্যরা ঐদিন প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করার জন্য আইভোরি কোস্ট যায়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধীনে গঠিত পুলিশ ইউনিট (Formed Police Unit- FPU) এর সদস্য হিসেবে তারা সেখানে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যাবতীয় পুলিশি কার্যক্রম পালন করবে। আইভরি কোস্ট মিশনে এই ইউনিটে FPU সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর মোট ১২৫ জন সদস্যের মধ্যে বিডিআর সদস্য রয়েছে ৩০ জন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিডিআর সদস্যদের গমনের মধ্য দিয়ে এ বাহিনীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৪ সালে (মার্চ মাসে) বাংলাদেশ রাইফেল্‌স পুনর্মিলনী ২০০৪ উপলক্ষে দেয়া ভাষণে অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে বিডিআর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর প্রধানমন্ত্রীর ঐ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদান করে মিশনে অংশগ্রহণের পথ ও সম্ভাবনা সুগম করেন।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বীরত্ব ও ঐতিহ্যের গৌরবমণ্ডিত এক সুশৃঙ্খল আধা-সামরিক বাহিনী। 'কোটি জনতার সুখনিদ্রা' নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তারা অতন্দ্র থেকে সীমান্ত পাহারা দেয়। তাইতো বিডিআর সৈনিক কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঃ

"সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার সীমানা জুড়ে
সুতীক্ষ্ণ নজরদারি আমার -
নগর থেকে দূরে, বন্ধু স্বজন ছেড়ে
জংগল, নদী, কাঁটাতার, পাহাড়।"

তবে বিডিআর সদস্যরা কেবল সীমান্ত প্রহরায়ই নিয়োজিত থাকে না। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন জাতীয় সংকট ও দুর্যোগে বিডিআর সদস্যদের বীরত্বগাথা তাদের উত্তরসূরি ও সমগ্র জাতির নিরন্তর প্রেরণা ও গর্বের উৎস। চোরাচালান ও মানব পাচারসহ সীমান্ত অপরাধসমূহ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি তারা বেসামরিক প্রশাসনের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিতভাবেই অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন পুলিশি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে সেনা অফিসার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত বিভিন্ন সেনা কোর্সে অংশগ্রহণ করে তারা সেনাবাহিনীর কাজ ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে।

কাজেই বিডিআর সৈনিকরা অন্তত তিনভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে পারে। যথা- এক) শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ নির্ধারিত/অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণ রেখাসমূহে সীমান্ত রক্ষা কাজে একক ইউনিট হিসেবে, দুই) অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যাবতীয় পুলিশি কার্যক্রমে পুলিশ বাহিনীর সাথে পুলিশ-বিডিআর অথবা পুলিশ-আনসার-বিডিআর এর যৌথ ইউনিট হিসেবে এবং তিন) বিশৃঙ্খল বাহিনী/গোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং অবকাঠামো পুনর্গঠনে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে সেনা-বিডিআর এর যৌথ ইউনিট হিসেবে।

বিডিআর সৈনিকদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের অনন্য ঐতিহ্য এবং বহুমাত্রিক কর্মকুশলতার কথা বিবেচনা করে তাদেরকে ব্যাপক হারে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণ করা যায়। এতে একদিকে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, এ ধরনের মিশনে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার লক্ষ্যে তারা চাকুরি জীবনে সততা, দক্ষতা ও সার্বিক সুনাম অর্জনে আরো আন্তরিক হবে। অন্যদিকে, শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সুনাম ও ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে।

গ্রন্থনা ঃ মুন্সী জালাল উদ্দিন।